পাবনার ভাঙ্গুড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আন্ত বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না জানানোয় ইউপি চেয়ারম্যানের নির্দেশে দুই শিক্ষককে পিটিয়েছে তাঁর লোকজন। পরে তারা অনুষ্ঠানের মঞ্চ ভাঙচুর করে। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার খানমরিচ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনোয়ার খান মিঠুর নির্দেশে এ ঘটনা ঘটে।

এ বিষয়ে কথা বলতে চেয়ারম্যান মনোয়ার খানের মোবাইল ফোনে কল করা হলেও তিনি ধরেননি।

বিজ্ঞাপন

তবে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বলেন, ঘটনাটি উর্ধ্বতন প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে থানা প্রশাসনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে প্রক্রিয়া চলছে।

এদিকে লক্ষ্মীপুরে পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারার ক্ষোভে শিক্ষক হেলাল উদ্দিনকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর সাবেক ছাত্র মুরাদ হোসেনের বিরুদ্ধে। এ সময় ওই শিক্ষকের মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। গতকাল সদর উপজেলার টুমচর আসাদ একাডেমির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় মুরাদ ২০১৭ সালে এসএসসিতে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। সেই ক্ষোভ থেকেই শনিবার বিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে মুরাদসহ ছয়-সাতজন যুবক শিক্ষক হেলালের মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। পরে তাঁকে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি-লাথি মেরে আহত করা হয়। আহত শিক্ষক হেলাল টুমচর আসাদ একাডেমির ভৌতবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। অভিযুক্ত মুরাদ টুমচর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের টুমচর গ্রামের আবুল কাশেমেরে ছেলে।

এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি মোস্তফা কামাল বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আর ভুক্তভোগীকে থানায় এসে অভিযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ’